গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নম্বর: ১৫.০০.০০০০.০০০.০১৯.২২.০০০১.২৬. ৫৫

তারিখ: ২৫ মাঘ ১৪৩২ / ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৬ এর চূড়ান্ত খসড়া'র ওপর মতামত প্রদান।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত খসড়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.moi.gov.bd) তে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত চূড়ান্ত খসড়া অধ্যাদেশের ওপর নিম্নোক্ত ছকে আগামী ২৫-০২-২০২৬ তারিখের মধ্যে মতামত ইমেইলে (secretary@moi.gov.bd; press1@moi.gov.bd) প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বিদ্যমান ধারা/ উপধারা নং	বিদ্যমান বিধান	মতামত/প্রস্তাব	মন্তব্য

১০/০২/২৬

মোঃ সোলেমান আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৪৬২
e-mail: press1@moi.gov.bd

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা

৪। জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা

৫। কমিশন কার্যালয়

৬। কমিশন গঠন

৭। বাছাই কমিটি

৮। চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে নিয়োগের অযোগ্যতা

৯। কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা ইত্যাদি

১০। কমিশনের সভা

১১। কমিটি গঠন

তৃতীয় অধ্যায়: কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১২। কমিশনের কার্যাবলি

১৩। বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান

চতুর্থ অধ্যায়: কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৪। বাজেট

১৫। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৬। কমিশনের তহবিল

পঞ্চম অধ্যায়: বিবিধ

১৭। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৯। প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

২০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯ এ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে এবং অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হইয়াছে, এবং

যেহেতু বিদ্যমান Press Council Act, 1974 (ACT NO. XXV OF 1974) কেবল মুদ্রিত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং

যেহেতু সাংবাদিকদের সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা তৈরি হইয়াছে; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, গণমাধ্যম বিষয়ে কমিশন গঠনে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই অধ্যাদেশ 'জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৬' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(১) 'কমিশন' অর্থ জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন;

(২) 'গণমাধ্যম' অর্থ বাংলাদেশের ভূখণ্ড হইতে পরিচালিত, নিবন্ধিত, ঘোষণাপ্রাপ্ত (ডিক্লারেশনপ্রাপ্ত) বা অনুমোদিত প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন/অফলাইন/অ্যাপভিত্তিক সংবাদমাধ্যম, স্যাটেলাইটভিত্তিক বা ইন্টারনেটভিত্তিক কোনো রেডিও, আইপি টিভি, টেলিভিশন, ওটিটি ইত্যাদি এবং সংবাদ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) 'চেয়ারপার্সন' অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন;

(৪) 'সদস্য' অর্থ কমিশনের কোনো সদস্য এবং চেয়ারপার্সন ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) 'সাংবাদিক' অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি নিবন্ধিত, ঘোষণাপ্রাপ্ত (ডিক্লারেশনপ্রাপ্ত) বা অনুমোদিত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়া, বা বার্তা সংস্থার কাজে সার্বক্ষণিক সাংবাদিক হিসেবে নিয়োজিত আছেন অথবা উক্ত মিডিয়া বা সংস্থার সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, যুগ্মসম্পাদক, সম্পাদকীয় লেখক, বার্তা সম্পাদক, উপসম্পাদক, নগর সম্পাদক, বিশেষ সংবাদদাতা, প্রধান সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক (সম্পাদনা সহকারী), ফিচার লেখক, রিপোর্টার, সংবাদদাতা, কপি রাইটার, ফ্যাক্ট চেকার, কপি টেস্টার, প্রুফ রিডার, কার্টুনিস্ট, সংবাদ চিত্রগ্রাহক, ভিডিও এডিটর, গ্রাফিক ডিজাইনার, নিবন্ধিত, ঘোষণাপ্রাপ্ত (ডিক্লারেশনপ্রাপ্ত) বা অনুমোদিত গণমাধ্যমের সংবাদকর্মে নিয়োজিত কর্মী এবং এ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কোনো পদধারীগণও ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবেন;

(৬) "স্ব-নিয়ন্ত্রণ' অর্থ আইন-নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিমালা ও পেশাগত আচরণবিধি মানিয়া গণমাধ্যমের এমন পরিচালন, যাহা মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সম্পাদকীয় স্বকীয়তা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে;

(৭) 'প্রেস কাউন্সিল' অর্থ 'The Press Council Act, 1974'-এর অধীনে গঠিত প্রেস কাউন্সিল;

(৮) 'প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)' অর্থ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন, ২০১৮ এর অধীনে গঠিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ;

(৯) 'বাছাই কমিটি' অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি, এবং

(১০) 'ব্যক্তি' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য।— বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা

৪। জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা।— (১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সিলমোহর (Common Scal) থাকিবে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, উহা চুক্তি সম্পাদন করিতে ও নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৫। কমিশন কার্যালয়।— কমিশনের একটি প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় করিতে পারিবে।

৬। কমিশন গঠন।— জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবে:-(১) একজন চেয়ারপার্সন ও ৮ (আট) জন সদস্যসহ মোট ৯ (নয়) জন সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ১ (এক) জন নারীসহ ৩ (তিন) জন সার্বক্ষণিক ও বৈতনিক সদস্য হইবে।

(৩) সদস্যগণের মধ্যে ন্যূনতম ৩ (তিন) জন নারী ও ১ (এক) জন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বা নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সদস্য থাকিবেন।

(৪) ধারা ৬ (২) উল্লেখিত সদস্য ব্যতিত অন্যান্য সদস্যগণ অবৈতনিক হবেন ।

(৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি দায়িত্বে নিযুক্ত থাকিবেন।

(৬) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারপার্সন তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কমিশনের কোনো সদস্যকে চেয়ারপার্সন-এর দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) কমিশনের চেয়ারপার্সন বা যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৮) কমিশন উহার যে কোন ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চেয়ারপার্সন, কমিশনার, সচিব বা যে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৭। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।- (১) কমিশনের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবে।

(২) কমিশন এই অধ্যাদেশের অধীন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে, সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কমিশনে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাসহ চাকরির অন্যান্য শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। বাছাই কমিটি।— (১) কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা: –

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক মনোনীত যে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অথবা আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক;

(ঘ) সম্পাদকের যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকতা পেশায় ধারাবাহিকভাবে অন্যূন ২০ (বিশ) বছর নিয়োজিত আছেন এইরূপ ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি যাহারা কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য নহেন, কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকানার অংশ নহেন এবং বাছাই কমিটিতে যোগদানের অব্যবহিতপূর্বে কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ছিলেন না;

(২) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় উপধারা (১) এর অধীন বাছাই কমিটি গঠনে এবং উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের নিয়োগের নিমিত্ত গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা, আইন, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, প্রশাসন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং স্বার্থের সংঘাত নাই এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে প্রতিটি শূন্যপদের বিপরীতে ২ (দুই) জন ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ করিয়া একটি তালিকা রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, একই গণমাধ্যম বা একই মালিকানাধীন গণমাধ্যম গ্রুপ বা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে একটির বেশি নাম কমিশনে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ করা যাইবে না।

(৫) বাছাই কমিটিতে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৭) কমিটির কোনো পদে শূন্যতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৮) উপধারা (৪) এ উল্লিখিত তালিকা হইতে রাষ্ট্রপতি কমিশনে ১ (এক) জন চেয়ারপার্সন ও আট জন সদস্যকে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করিবেন।

৯। কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।— (১) চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) অন্যান্য সার্বক্ষণিক সদস্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) কমিশনের অবৈতনিক সদস্যগণ কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি ও ভাতা পাইবেন।

১০। চেয়ারপার্সন ও সদস্য পদে নিয়োগের অযোগ্যতা।— (১) কোনো ব্যক্তি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, বা

(খ) আর্থিক দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে কর্তৃপক্ষ বা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন, তবে শাস্তি ভোগের ০২ (দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তিনি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, বা

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন, বা

(ঘ) ধারা ৮ (৪) এ উল্লেখিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হন, বা

(ঙ) সার্বক্ষনিক ও বৈতনিক সদস্যদের ক্ষেত্রে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য কোনো লাভজনক পদে নিয়োজিত হন।

১১। কমিশনের সভা।— (১) কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারপার্সন কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) চেয়ারপার্সনসহ ৫ (পাঁচ) সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রতি মাসে কমিশনের অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) কমিশনের কোনো পদে শূন্যতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) সুষ্ঠু সমন্বয়ের স্বার্থে চেয়ারপার্সন কমিশনের সভায় প্রেস কাউন্সিল এবং প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ এর সভাপতি বা তাঁহাদের মনোনীত সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

(৮) চেয়ারপার্সন, আবশ্যক মনে করিলে, কমিশনের সভায় কমিশনের সদস্য নহেন এমন কোনো ব্যক্তিকে কেবল মতামত ও পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

১২। কমিটি গঠন।— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং কমিশনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশন, আদেশ দ্বারা, কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত কমিটিতে কমিশন উহার সদস্যের বাহিরেও বিশেষজ্ঞ সদস্য অর্ন্তভুক্ত করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১৩। কমিশনের কার্যাবলি।— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা: –

(ক) সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ সমুন্নত রাখিতে গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করিতে ও স্বনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় মানদন্ড ও নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং উহার প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;

(খ) আর্ন্তজাতিক রীতি-নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের উত্তমচর্চা, শুদ্ধাচার, আচরণবিধি, কপিরাইট, মেধাস্বত্ব ও প্রচারস্বত্ব সংক্রান্ত অনুসরনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;

(গ) বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ও সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলির স্বায়ত্বশাসন, জনস্বার্থে সম্পাদকীয় নীতির উপযুক্ততা, মানোন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সুরক্ষা ও কল্যাণ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধি, নীতিমালা পর্যালোচনাপূর্বক সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) সাংবাদিকদের ন্যুনতম যোগ্যতা ও সুরক্ষা বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন;

(চ) অনুমোদিত ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, এবং

(ছ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন, সাংবাদিকতার সমসাময়িক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি;

(জ) সম্প্রচার অধ্যাদেশ, ২০২৬ এর আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি প্রতিপালন, এবং

(ঝ) এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরনে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের সুরক্ষা বিষয়ে প্রবিধান, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রচলিত আইনের বিধানসাপেক্ষে তথ্যে অভিগম্যতার অধিকার;

(খ) জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ-এর অধিকার এবং বস্তনিষ্ঠতা সাপেক্ষে অযাচিত ও নিয়ন্ত্রণবিহীন কর্মপরিচালনার অধিকার;

(গ) পেশাগত স্বাধীনতা যেমন ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তা ও তথ্যসুত্র প্রকাশ না করিবার অধিকার, পেশাগত মানদন্ডের বাহিরে জোরপূর্বক মন্তব্য প্রকাশ বা প্রতিবেদন প্রদান-এ অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অধিকার ইত্যাদি;

(ঘ) পেশাদারিত্বের সহিত দায়িত্ব পালনের অধিকার অর্থাৎ শারীরিক বা মানসিক চাপমুক্ত অনূকুল পরিবেশে দায়িত্ব পালনের অধিকার;

(ঙ) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে যৌক্তিক নিয়োগ শর্ত, যথাযথ সম্মানিসহ কর্মক্ষেত্রে যথাযথ আচরণ (Fair Treatment), ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার;

(চ) কর্মক্ষেত্রে বা কর্মসংক্রান্ত বিষয়ে হুমকি, হয়রানি, সহিংসতা ও যৌন হয়রানি মুক্ত থাকিবার অধিকার এবং এইরূপ কিছুর শিকার হইলে প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা সেবা পাইবার অধিকার;

(ছ) বেআইনিভাবে সাংবাদিকদের যোগাযোগ প্রক্রিয়া যথা ইমেইল, মোবাইল ফোন, কথোপকথন ও তথ্য আদান-প্রদানের অ্যাপে প্রবেশ, বাধাদান কিংবা তল্লাশি হইতে সুরক্ষা পাইবার অধিকার, এবং

(জ) বেআইনিভাবে সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা ভঙ্গ, গৃহ বা শরীর তল্লাশি হইতে সুরক্ষার অধিকার, ইত্যাদি।

(৩) উপধারা (১) ও (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এবং সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে সকল সংবাদমাধ্যম কমিশনের প্রণীত প্রবিধান ও নির্দেশিকা মানিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) কমিশন গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের হুমকি, হয়রানি ও সহিংসতা রোধে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করিবে এবং এইরূপ কর্মকান্ড রোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন করিবে।

(৫) প্রত্যেক গণমাধ্যম ও সাংবাদিকের ক্ষেত্রে এই ধারার অধীন প্রণীত নির্দেশিকা, মানদন্ড অবশ্য পালনীয় হইবে এবং ইহার ব্যতয়ে কমিশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জরিমানা আরোপসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কমিশন পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহিংসতা, অবৈধ আটক, গুম বা অপহরণের মত অপরাধের শিকার সাংবাদিকদের ক্ষতিপূরণ বিষয়ে সরকারের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় করিবে।

(৭) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে সাংবাদিক বা ভোক্তার প্রচলিত আইনের অধীনে প্রতিকার পাইবার অধিকার বারিত হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৪। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।— (১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরের কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না এবং কমিশনের জন্য অনুমোদিত বাজেটে নির্ধারিত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে কমিশনই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হইবে।

(২) উপধারা (১) এর বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধিকার ক্ষুণ্ন হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

১৫। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।— (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতিবৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের চেয়ারপার্সন, কোন কমিশনার বা যেকোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৬। কমিশনের তহবিল।— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন তহবিল এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির-বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় গণমাধ্যম কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন তহবিল হইতে চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকরির শর্তাবলি অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং জাতীয় গণমাধ্যম কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) জাতীয় গণমাধ্যম কমিশনে তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;

(খ) প্রচলিত সকল বিধি-বিধান মোতাবেক কোনো বিদেশি সরকার বা সংস্থা, কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

তবে শর্ত থাকে যে, স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করিতে পারে, এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে অনুদান গ্রহণ করা যাইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

১৮। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন।— কমিশন প্রতি বৎসর ৩১ মার্চ এর মধ্যে উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন এই অধ্যাদেশ ও বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।— সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই অধ্যাদেশের অনুমোদিত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিবে। বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদে কোনো বিরোধ দেখা দিলে বাংলাপাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মোঃ সোলেমান আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার